সংবাদ

তারিখ ... 03 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সুন্দরবন সম্পর্কে ইউনেস্কো প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য প্রতিবেদন নিয়ে সন্দেহ রক্ষা কমিটির

● নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা নিশ্চিত করার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইআইএ (পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা) বিজ্ঞানসম্মত নয়, এমন অভিযোগ করে রামপাল প্রকল্পসহ সুন্দরবন সংলগ্ন সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ সমীক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি। পাশাপাশি রামপাল-ওরিয়নসহ সুন্দরবন বিনাশী সকল প্রকল্প বাতিলের দাবি জানানো হয়। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সুন্দরবন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, ইউনেস্কো প্রতিনিধি দলের সফরসূচিতে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত থাকলেও সরকার পরিকল্পিতভাবে সেগুলো হতে দেয়নি।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য

সম্ভাব্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সম্ভাব্য : প্রতিবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ঢাবির ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এমএম আকাশ, ভূগোলের অধ্যাপক এম শহীদুল ইসলাম, বাপার সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. আবদুল মতিন প্রমুখ। জাতীয় কমিটির সংগঠক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাপার যুগ্ম সম্পাদক শরীফ জামিলসহ বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, মিশনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের যাতে অর্থবহ আলোচনা না হতে পারে সে জন্য পরিকল্পিতভাবে অবহেলা করা হয়েছে। সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি মনে করছে, শুধু সরকারি বক্তব্য ও ব্যাখ্যা পেয়েই ইউনেস্কো মিশন তাদের সফর শেষ করে গেছে। ফলে মিশনের সম্ভাব্য প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ ও একপেশে হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত সরকার মিলে সুন্দরবন পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র যদি পরিবেশবান্ধব হতো, সুন্দরবনের কোন ক্ষতি না করতো তা হলে তো সরকার দেশের স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের ভয় পেত না। এই প্রকল্পের পক্ষে একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নেই। তিনি সুন্দরবন বিনাশী সকল অপতৎপরতা বন্ধে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে দাবি জানান।

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, আমরা ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করার আবেদন করেছিলাম। তাদের সফরের কর্মতালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব সরকারের। সরকার আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়নি, এটা সরকারের দুর্বলতার লক্ষণ। ফলে ইউনেস্কোকে সরকারের এক তরফা বক্তব্য শুনতে হয়েছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ইউনেস্কো টিমের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দেখা করার সুযোগ দেয়ার ইচ্ছা সরকারের থাকলেও বিশেষ কু-চক্রি মহলের কারণে তা সম্ভব হয়নি। রামপাল পরিবেশ সমীক্ষা হয়েছে তা সরকারের কোম্পানির লোক দিয়ে। তা ছিল স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুষ্ট। বাংলাদেশের উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত মহলের অভাব নেই। শেষ পরিণতিতে প্রকল্পের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণই নিবেন।

অধ্যাপক বদরুল আলম বলেন, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমরা নই। তবে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিত হয়েই রামপাল প্রকল্পের বিরোধিতা করছি। আশা করি সরকার বিষয়টি আমলে নিয়ে এই প্রকল্প বাতিল করবে।

অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার শুরু থেকেই ষড়যন্ত্র করছে। প্রকল্পের ইআইএ তার প্রমাণ। এর আগে আমরা চকোরিয়ার সুন্দরবন হারিয়েছি। বাংলাদেশ এখন চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য আর্থ। তাই পরিবেশ রক্ষায় আমাদের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সুন্দরবন রক্ষা তাই সরকারের জরুরি দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর উপদেষ্টা ফেনি এডলফিন ডবারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল গত ২২ থেকে ২৮ মার্চ বাংলাদেশে আসেন। ২৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত তারা সুন্দরবন সফর করেন। রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের ওপর কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তা খতিয়ে দেখে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দলটি। তারা প্রথম বাগেরহাটের রামপালে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এরপর তারা সুন্দরবনে তেলবাহী জাহাজ ও কয়লাবাহী জাহাজডুবির ঘটনাস্থলসহ সুন্দরবনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন। পরে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধি দলটি।